সূচিপত্র

জান্নাতের সৌন্দর্য

পরিচয়	১৩
জান্নাতে প্রবেশ	১৬
জান্নাতের নাম	৩৫
জান্নাত ও তার বাসিন্দারা অমর	৪১
জান্নাতের বিবরণ	৪৫
জান্নাতের স্তর	৭৯
জান্নাতে যাওয়ার উপায়	৯০
জান্নাতে কারা সংখ্যায় বেশি?	১০২
নাবালক শিশুদের বিধান	১০৫
জান্নাতে কোন উম্মতের সদস্য বেশি?	১১৫
জান্নাতিদের সরদার	১১৮
দুনিয়াতেই যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন	১২৩
জান্নাত মিলবে কেবল রবের করুণায়	১২৯
জান্নাতিদের বৈশিষ্ট্য ও বিলাসিতা	১৩১

দুনিয়া ও আখিরাতের সুখের তুলনা ১৪৪
জান্নাতিদের খাবার ও পানীয় ১৫৪
জান্নাতিদের নিয়ামত ও সুখসম্ভার ১৬৪
জান্নাতবাসীদের স্ত্রী ১৭৫

জাহান্নামের ভয়াবহতা

পরিচয় ১৮৫
অস্তিত্ব ও উপস্থিতি ১৯২
জাহান্নামের রক্ষী ফেরেশতা ২০৫
জাহান্নামের বিবরণ ২০৮
জাহান্নামের স্থায়িত্ব ২৩০
জাহান্নামবাসীদের প্রকার ও তাদের শাস্তি ২৪০
গুনাহগার মুমিনদের শাস্তি ২৬৩
জাহান্নামবাসীদের সংখ্যাধিক্য ২৭৯
জাহান্নামবাসীদের আকৃতি ২৮৯
জাহান্নামবাসীদের খাদ্য, পানীয় ও পোশাক ২৯১
জাহান্নামবাসীদের শাস্তি ৩০০
জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় ৩২৫
জান্নাত ও জাহান্নামের বিতর্ক ৩৩০

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত অতুলনীয়

আল্লাহর যত সৃষ্টি রয়েছে, সেসবের মধ্যে মানুষ হলো সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অন্য সৃষ্টিজীবের ক্ষেত্রে যেসব কল্পনাও করা যায় না। বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনা করার ক্ষমতা হলো তেমনি দুটি ক্ষমতা। অন্যান্য জীবের বুদ্ধিমত্তার সাথে মানুষের বুদ্ধিমত্তার রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। আর কল্পনা করার ক্ষমতা হলো মানুষের অভিনব একটি ক্ষমতা।

ধরুন, নানামুখী চাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আপনার জীবন। সংসারের বিভিন্ন দুশ্চিন্তা, অফিসের কাজের অতিরিক্ত চাপ, কষ্টকর আবহাওয়া, আশেপাশের মানুষগুলোর পীড়াদায়ক ব্যবহার, সব মিলিয়ে আপনার কাছে জীবনটাকে দুর্বিষহ বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে পারলে বেশ হতো; এমন কোনো জায়গায়, যেখানে কিনা স্বস্তি রয়েছে, শান্তি রয়েছে।

চোখ বুজে ভাবছেন—নীরব, নির্জন সবুজ এক প্রান্তরে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। প্রশান্তিদায়ক বাতাস আপনার শরীর-মনকে সতেজ করে তুলেছে। সুউচ্চ সব গাছে লোভনীয় ফল-ফলাদি পেকে রয়েছে। নানা বর্ণের, নানা গন্ধের ফুলের সুবাস আপনার মাঝে জাগিয়ে তুলেছে অপার্থিব এক অনুভূতি। কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ বারিধারা। নানা জাতের পাখির কল-কাকলিতে আপনার চিত্ত বিমোহিত হয়ে উঠেছে।

বাস্তবে এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি আছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে। আপনি আসলে এতক্ষণ যা ভাবছিলেন, তার সবটুকুই আপনার কল্পনা। আর এখানেই অন্যান্য সৃষ্টিজীবের সাথে মানুষের পার্থক্য। মানুষ কল্পনা করতে পারে, যা সত্যিই বিস্ময়কর এক ক্ষমতা। মানুষ অনেক কিছুই কল্পনা করতে পারে। যেকোনো সময় ডুব দিতে পারে কল্পরাজ্যে।

তবে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, বিশেষ এই কল্পনাশক্তি দিয়েও জান্নাতের সৌন্দর্য মানুষ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না! না জানি কী অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে জান্নাত, যা কিনা কোনো হৃদয় কল্পনা করতেও অক্ষম!

জান্নাতের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। এর সুখশান্তি অতুলনীয়। কল্পনাতীত তার নিয়ামতরাজি। অনন্য তার ব্যবহার-সামগ্রী ও ভোগ্য উপকরণ। মানুষ দুনিয়ায় যতই উন্নতি করুক না কেন এবং যতই বিলাসী উপকরণ প্রস্তুত করুক না কেন জান্নাতের নিয়ামতের তুলনায় সেগুলো একেবারেই নগণ্য। পৃথিবীর সাথে জান্নাত কোনোভাবেই তুলনীয় নয়।

একটি হাদিসে জান্নাতের অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও অনিঃশেষ সুখসম্ভারের বর্ণনা বিধৃত হয়েছে এভাবে—কাবার রবের শপথ! জান্নাত হলো স্থায়ী বাসস্থানে ঝলমলে আলো, আন্দোলিত ফুল, সুরম্য প্রাসাদ, তরঙ্গায়িত নদী, পাকা ফল, সুন্দরী রমণী, প্রভূত অলংকার, অনিঃশেষ আনন্দ, অপার্থিব সজীবতা, সুউচ্চ বাড়ি, নিরাপদ আশ্রয় এবং নয়নাভিরাম ঠিকানার নাম।[১]

সাহাবিরা একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জান্নাতে নির্মিত প্রাসাদের বিবরণ জানতে চেয়েছিলেন। উত্তরে আল্লাহর রাসুল বলেছিলেন, 'সেই প্রাসাদের এক ইট হবে স্বর্ণের; অন্য ইট হবে রুপার। সিমেন্ট হবে আযফার নামক বিশেষ সুগন্ধির। পাথরকুচি হবে মুক্তা ও ইয়াকুতের। মাটি হবে জাফরানের। যে সেখানে প্রবেশ করবে, সে শুধু নিয়ামতই প্রাপ্ত হবে, কখনো দুর্ভোগের শিকার হবে না। সে স্থায়ী হবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাক কখনো পুরোনো

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪৩৩২; *জামিউল আহাদিস* : ১৭১০৪; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৭৩৮১; হাদিসের সনদ দুর্বল। এটি নবিজির বাণী কিনা তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে এটি সাহাবি বা তাবিয়ির বাণী।

হবে না এবং শেষ হবে না তার যৌবন।'[১]

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন—

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

তুমি যখন সেদিকে তাকাবে, দেখতে পাবে, ভোগবিলাসের উপকরণ এবং সুবিশাল রাজ্য।[২]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি এমন প্রতিদান, যার সৌন্দর্য ও বিশালতা কোনো চোখ দেখেনি, যার বিবরণ কোনো কান শোনেনি; এমনকি যার কল্পনাও কারো হৃদয়ে উদিত হয়নি।'

এরপর আল্লাহর রাসুল বলেন, বিশ্বাস না হলে তোমরা এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারো—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

কেউ জানে না, তাদের কর্মের প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য চোখ-জুড়ানো কী কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৩][৪]

জান্নাতের বিশালতা ও ব্যাপকতা কল্পনা করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আকারে সবচাইতে ছোট যে জান্নাত, সেটিও সমগ্র বিশ্বজগতের ১০ গুণ! এ সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। পৃথিবীর যত ভাষা রয়েছে, যত অলংকার রয়েছে, তার সবই জান্নাতের সৌন্দর্য বর্ণনায় নির্বাক হয়ে যাবে। জান্নাতের অবারিত প্রান্তর, বৃক্ষপল্লব থেকে ধ্বনিত হওয়া জান্নাতি সুরের অপূর্ব মূর্ছনা, জান্নাতের হৃদয়গ্রাহী খুশবু, সুরম্য সব অট্টালিকা,

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ২৫২৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮০৪৩—হাদিসটি সহিহ।

[২] সুরা ইনসান, আয়াত : ২০

[৩] সুরা সাজদা, আয়াত : ১৭

[৪] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৪৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৮২৪

গালিচা, খাট-পালঙ্ক আর অন্যান্য আসবাব, অন্তর শীতলকারী ঝরনাধারা, জান্নাতি ফলমূল ও খাদ্যসম্ভার, হুর ও গিলমানের বিস্ময়কর রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্য, জান্নাতের আভিজাত্য, এর শান-শওকত, এর জাঁকজমক আর চাকচিক্য স্বচক্ষে দেখার পরে জান্নাতিরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হবে। কৃতজ্ঞচিত্তে তারা আল্লাহর প্রশংসায় বলে উঠবে, 'আলহামদুলিল্লাহ'।

জান্নাতের দরজা

পৃথিবীতে যেকোনো প্রাসাদ বা সুউচ্চ ভবনে রাজকীয় প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়, যাতে করে বাইরে থেকেই এর আভিজাত্য ফুটে ওঠে যথার্থভাবে। পৃথিবীর সাথে জান্নাত কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। শুধু বোঝার সুবিধার্থে উদাহরণ দেওয়া। সুউচ্চ, সুবিশাল, সুবিস্তৃত জান্নাতের দরজা কতটা রাজকীয় হবে, কারুকার্যময় হবে তা কল্পনা করাও কোনো হৃদয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, জান্নাতের প্রবেশদ্বার একটি নয়; এর রয়েছে বেশ কয়েকটি দরজা। আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও ফেরেশতাগণ এ সকল দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবেন। মহান আল্লাহ বলেন—

وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

আর মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস—চিরস্থায়ী জান্নাত। এর দরজাগুলো তাদের জন্য খোলা থাকবে। তারা সেখানে বসবে হেলান দিয়ে। সেখানে তারা নানারকম ফলমূল ও পানীয় চাইবে।[১]

মুমিনগণ জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে। ফেরেশতারা তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাতে থাকবে—

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾

যখন তারা জান্নাতের কাছে পৌঁছাবে, তাদের জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের

[১] সুরা সাদ, আয়াত : ৪৯-৫১

প্রতি সালাম। তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাসের জন্য।[১]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'রামাদান শুরু হতেই জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলিত করা হয়।'[২]

জান্নাতের মোট আটটি দরজা রয়েছে। উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালো করে ওযু করার পর এই দুআটি পড়বে—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

উচ্চারণ : আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রসূলুহ। আল্ল-হুম্মাজ 'আলনী মিনাত তাওওয়া-বীনা ওয়াজ 'আল্‌নী মিনাল মুতাত্বহ্‌হিরীন।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং জায়গা দিন পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলে।

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছামতো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৩]

জান্নাতের দরজাসমূহের নাম

[এক] বাবুস সালাত (সালাতের দরজা) : যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে

---

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৭২

[২] *সহিহ মুসলিম* : ১৮৭৯; *জামিউত তিরমিযি* : ৬৮২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৬৪২; *সহিহু ইবনি খুযাইমা* : ১৮৮২; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৩৪

সচেতন, আন্তরিক একনিষ্ঠতার সাথে সালাত আদায় করে, তাদের সম্মানে জান্নাতের এ দরজার নামকরণ করা হয়েছে।

[দুই] বাবুল জিহাদ (জিহাদের দরজা) : যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পথে তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই ও সংগ্রাম করবে, তাদের সম্মানে জান্নাতের এই দরজার নামকরণ করা হয়েছে।

[তিন] বাবুর রাইয়ান (পরিতৃপ্তি লাভের দরজা) : এই দরজা দিয়ে কেবল সিয়াম-পালনকারীগণ প্রবেশ করবে।

সাহল ইবনু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতে আটটি দরজা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি দরজার নাম 'রাইয়ান।' কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল সিয়াম-পালনকারীগণ প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে, সিয়ামপালনকারীগণ কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। তারা প্রবেশ করলে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর কারো প্রবেশ করার সুযোগ থাকবে না।[১]

[চার] বাবুস সাদাকা (দানের দরজা) : মানুষের প্রয়োজনে যারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে মানুষকে সাহায্য করেছে, তাদের সম্মানে জান্নাতের এই দরজার নামকরণ করা হয়েছে।

[পাঁচ] বাবুল ঈমান (ঈমানের দরজা) : এই দরজার নামকরণ করা হয়েছে তাদের সম্মানে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[ছয়] বাবুল-কাযিমিন আল-গায়িজ ওয়াল আফিনা আনিন্নাস (রাগদমন ও মানুষের ভুল ক্ষমা করা লোকদের দরজা) : এই দরজার নামকরণ করা হয়েছে তাদের সম্মানে, যারা অন্যের ভুলকে ক্ষমা করে এবং নিজেদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

[সাত] বাবুর-রাযিয়িন (সন্তুষ্টদের দরজা) : যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপরে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও যাদের ওপরে সন্তুষ্ট, আর-রাযিয়িন তাদের সম্মানে নির্মিত দরজা।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৯৬; *সহিহ মুসলিম* : ১১৫২

[আট] বাবুত তাওবা (ক্ষমাপ্রার্থনার দরজা) : নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছে, তাদের সম্মানার্থে জান্নাতের এই দরজার নামকরণ করা হয়েছে।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের উপরিউক্ত নামগুলো নির্দেশ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একই জাতীয় দুটি বস্তু ব্যয় করবে[১], তাকে জান্নাতের বিশেষ দরজা থেকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর। যে নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাকে বাবুস সালাত থেকে ডাকা হবে। যে জিহাদ করে, তাকে বাবুল জিহাদ থেকে ডাকা হবে। যে সাদাকা করে, তাকে বাবুস সাদাকা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালন করে, তাকে বাবুর রাইয়ান[২] থেকে ডাকা হবে। এতটুকু শুনে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কসম! যাকে জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে থেকে একটি দরজা দিয়ে ডাকা হবে তার তো কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এমন কেউ কি থাকবে, যাকে সবগুলো দরজা থেকে একসঙ্গে ডাকা হবে? আল্লাহর রাসুল বলেন, অবশ্যই। আর আমি আশা করি, তুমি হবে তাদেরই একজন!'[৩]

ডান দরজা

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত শাফাআত-সংক্রান্ত একটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের আরো জানিয়েছেন, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তারা ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বাকিরা অন্যান্য দরজা

---

[১] ইমাম নববি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন—কাযি ইয়ায বলেন, 'যাওজান' দ্বারা উদ্দেশ্য এক জোড়া ঘোড়া বা এক জোড়া উট বা দুজন গোলাম। ইবনু আরাফা বলেন, 'একই জাতীয় দুটি জিনিস যা সাওয়াবের আশায় আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয়।' মোটকথা ইসলামের সব ভালো কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। হতে পারে তা টাকা-পয়সা, খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি সাদাকা করা বা অন্য যেকোনো ইবাদত যা একটিকে অন্যটির সাথে মিলিয়ে আদায় করা হয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলেছেন মূলত আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি সাদাকার ফযিলত বর্ণনা করার জন্য। আর 'ফি সাবিলিল্লাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামি শরিয়তের যেকোনো হালাল ক্ষেত্র। অনেকে আবার বলেছেন, এখানে একমাত্র জিহাদই উদ্দেশ্য। [*শারহু মুসলিম*, নববি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১১৬]

[২] পরিতৃপ্তির দরজা

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ১৮৯৭, ৩৬৬৬; *সহিহ মুসলিম* : ১০২৭

দিয়ে প্রবেশ করবে, 'সুপারিশের একপর্যায়ে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তাদের ডান পাশের দরজা দিয়ে প্রবেশ করান। তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অন্যান্য দরজা দিয়েও তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে। যার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, জান্নাতের দরজাগুলোর দুই চৌকাঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব মক্কা ও হাজার কিংবা মক্কা ও বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।'[১]

উতবা ইবনু গাযওয়ান বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছে, জান্নাতের দরজাগুলোর দুই চৌকাঠের মধ্যবর্তী দূরত্ব চল্লিশ বছর ভ্রমণের সমপরিমাণ। এরপরও এমন একদিন আসবে, যেদিন ভিড়ের কারণে দরজাগুলো প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে যাবে।'[২]

জান্নাতের মাটি

জল, বায়ুর মতো পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হলো মাটি। মাটির ওপরেই আমাদের বসবাস। ধূলিমাটি, কাদামাটি, বালুমাটি ইত্যাদি নানাজাতের মাটি রয়েছে দুনিয়ার বুকে। কোনোভাবে মাটি আমাদের শরীরে বা কাপড়ে লেগে গেলে তা আমাদের কাছে 'নোংরা' হিসেবে গণ্য হয়।

শুধু দুনিয়াতেই নয়, জান্নাতেও কিন্তু মাটি রয়েছে। তবে, দুনিয়ার মাটির সাথে জান্নাতের মাটির রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একবার আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার সাক্ষাতে এলে হৃদয় বিগলিত হয়; আমরা আক্ষরিক অর্থেই আখিরাতের মানুষ হয়ে যাই। কিন্তু যখনই আপনার থেকে পৃথক হই, তখনই দুনিয়া আমাদের বিমোহিত করে ফেলে। স্ত্রী-সন্তানের মায়া ও চিন্তা আমাদের ঘিরে ধরে। তিনি বললেন, আমার কাছে অবস্থানকালে তোমাদের যে অবস্থা হয়, সে অবস্থা সবসময় থাকলে ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। আর তোমরা যদি কোনো গুনাহ না করতে, তবে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন, যারা

---

[১] *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৬২৩; *জামিউত তিরমিযি* : ২৪৩৪; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৯৬৭

গুনাহ করত। কারণ, তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, এবার আমাদের জান্নাত সম্পর্কে বলুন। জান্নাতের প্রাসাদগুলো কেমন হবে? তিনি বললেন, জান্নাতের প্রাসাদের এক ইট হবে স্বর্ণের; আরেক ইট হবে রুপার। সিমেন্ট হবে আযফার নামক বিশেষ সুগন্ধির। পাথরকুচি হবে মুক্তা ও ইয়াকুতের। মাটি হবে জাফরানের। যে সেখানে প্রবেশ করবে, সে শুধু নিয়ামতই প্রাপ্ত হবে। কখনো দুর্ভোগের শিকার হবে না। সে স্থায়ী হবে। কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তার পোশাক কখনো পুরোনো হবে না এবং তার যৌবন কখনো ফুরিয়ে যাবে না...।'[১]

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মিরাজ-সংক্রান্ত দীর্ঘ হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল। তখন সেখানে রাশি-রাশি মুক্তা ও মেশকের মাটি দেখেছি।'[২]

আবু সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার ইবনু সাইয়াদ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'জান্নাতের মাটি মিহি আটার মতো সাদা ও খাঁটি মেশকের মতো সুগন্ধময়।'[৩]

জান্নাতের নদীনালা

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, বড় বড় সভ্যতাগুলো গড়ে উঠেছে নদ-নদীকে কেন্দ্র করে। মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, সুমেরু সভ্যতা, সেলটিক সভ্যতা এগুলোর সবকটিই গড়ে উঠেছে 'নদী-সাগর বা মহাসাগরকে' কেন্দ্র করে। পানি ছাড়া ভূমি উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। গাছপালা, ফুল-ফসল কোনোটিই পানি ছাড়া সজীবতা লাভ করতে পারে না।

পানির ভূমিকা শুধু প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এর রয়েছে দৃষ্টি নান্দনিকতা ও প্রচণ্ড আকর্ষণী ক্ষমতা। তাই তো ভ্রমণপিয়াসু মানুষ সমুদ্রের অথৈ জলরাশি দেখতে প্রয়োজনে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে ছুটে যায় অপর প্রান্তে। অগাধ

---

[১] *জামিউত তিরমিযি* : ২৫২৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮০৪৩; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৩৪২; *সহিহ মুসলিম* : ১৬৩

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৯২৮

নয় যে, সেখানেও দুনিয়ার মতো রাত-দিন থাকবে। তারা সময়ের এই ব্যবধান বুঝতে পারবে, আলোর পরম কোমলতা ও ঈষৎ তীব্রতার মাধ্যমে।'[১]

ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জান্নাতে চন্দ্রসূর্য থাকবে না। কাজেই থাকবে না রাত-দিনও। তবে সকাল-সন্ধ্যা বোঝা যাবে আরশের দিক থেকে বিচ্ছুরিত আলো দেখে।'[২]

জান্নাতে সুবাস

সহজাতভাবেই মানুষ সুন্দর ও সুরভীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। একই কারণে সুগন্ধি দ্রব্যের প্রতি মানুষের তীব্র আকর্ষণ ও অনুভূতি কাজ করে। দুনিয়াতে নামি-দামি ব্র্যান্ডের সুগন্ধির ঘ্রাণেই মানুষ বিমোহিত হয়ে যায়। না-জানি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত জান্নাতের সুবাস কতটা মধুর হবে!

জান্নাতের সুবাস সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেউ যদি মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ কাউকে হত্যা করে, তবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ এতটাই বেশি হবে যে, চল্লিশ বছরের অতিক্রম্য দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।'[৩]

ইমাম তিরমিযি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু[৪] সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'শোনো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নিরাপত্তায় থাকা আনুগত্য-চুক্তি স্বাক্ষরকারীকে যে হত্যা করে, সে মূলত আল্লাহর দেওয়া নিরাপত্তাকেই বিনষ্ট করে। তাই সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ এতটাই তীব্র হবে, ৭০ বছরের অতিক্রম্য দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।'[৫]

---

[১] *তাফসিরু ইবনি কাসির*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭১

[২] *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১২

[৩] *সহিহুল বুখারি* : ৬৯১৪

[৪] যে হাদিস স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে সম্পর্কিত করা হয় তাকে মারফু হাদিস বলা হয়।

[৫] *জামিউত তিরমিযি* : ১৪০৩; হাদিসটির সনদ সহিহ।

ইমাম তাবারানি রাহিমাহুল্লাহ মারফু সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেন এভাবে, 'কেউ অন্যায়ভাবে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ কাউকে হত্যা করলে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ ১০০ বছরের অতিক্রম্য দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।'[১]

আবু নুআইম আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, 'জান্নাতের ঘ্রাণ ৫০০ বছরের অতিক্রম্য দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।'[২]

উল্লেখ্য, ঘ্রাণের তীব্রতা বোঝাতে বিভিন্ন হাদিসে দূরত্বের বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে হাদিসগুলো পরস্পরবিরোধী মনে হলেও বাস্তবে এগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, দূরত্বের এই তারতম্য করা হয়েছে মূলত জান্নাতপ্রাপ্ত লোকদের আমল ও উপযোগিতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ, আমল ও আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়ার মাধ্যমে যে যত বেশি জান্নাতের উপযোগী হবে, সে তত দূর থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে। উপযোগিতার ভিত্তিতে এই দূরত্বের পরিমাণ ৩০ বছর থেকে ১০০ কিংবা ৫০০ বছরের অতিক্রম্য দূরত্ব পরিমাণ হতে পারে।

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনুন নযর বদর যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে শরিক হতে পারেননি। এটা মনে পড়তেই তার মনটা বিষিয়ে উঠত। তাই একবার তিনি আক্ষেপ ও প্রত্যয় নিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসুলের প্রথম যুদ্ধে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। ভবিষ্যতে আল্লাহ যদি আমাকে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আল্লাহ দেখবেন, আমি কী করি? এরপর তিনি আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের একপর্যায়ে সাদ ইবনু মুআযের সঙ্গে তার দেখা হয়। সাদ জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, আমি উহুদের পাদদেশ থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। এরপর তিনি প্রবল বিক্রমে কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করেন। একপর্যায়ে শহিদ হন। তার দেহে তির, তরবারি ও বর্শা মিলিয়ে আশিটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তার বোন এবং আমার ফুফু রুবাইয়ি বিনতুন-নযর তার একটি আঙুলের অগ্রভাগ দেখে তাকে

---

[১] *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৬৬৩; *মুসনাদু আহমদ* : ২০৪৬৯; *সহিহ ইবনি হিব্বান* : ৭৩৮২; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] *মুস্তাদরাকুল হাকিম* : ১৩৩; *আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি* : ৮৬৯১—ইমাম হাকিম সনদটিকে সহিহ বলেছেন, যাহাবিও তা সমর্থন করেছেন।

জান্নাতিদের প্রথম খাবার

মহান আল্লাহ জান্নাতিদের সর্বপ্রথম মাছের কলিজা দিয়ে আপ্যায়ন করবেন। আবু সায়িদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী এক টুকরো রুটি হবে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জান্নাতিদের আপ্যায়নের জন্য নিজেই এটি প্রস্তুত করবেন—ঠিক যেভাবে তোমরা সফরে যাওয়ার সময় করে থাকো। এমন সময় এক ইহুদি এসে বলে, আবুল কাসিম, দয়াময় আল্লাহ আপনাকে বারাকাহ দান করুন। আমি কি আপনাকে বলব, কিয়ামতের দিন কী দিয়ে জান্নাতিদের আতিথেয়তা করা হবে? তিনি বললেন, বেশ, বলো! সে বলল, কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী একটুকরো রুটি হবে ঠিক যেমন নবিজি বলেছিলেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলেন। তার বেশ কয়েকটি দাঁতও দেখা যায়। এরপর ইহুদি বলে, আমি কি আপনাকে বলব, তাদের কী তরকারি দেওয়া হবে? তাদের 'আলাম ও নুন' দেওয়া হবে। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী? সে বলল, ষাড় গরু ও মাছ। ৭০ হাজার মানুষ এ দুটির কলিজা দিয়ে আহার করবে।'[১]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন মদিনায় আসেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এমন, 'জান্নাতিদের প্রথম খাবার কী হবে? তিনি বলেন, মাছের কলিজা।'[২]

সাওবান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একবার এক ইহুদি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, 'মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করলে, তাদের প্রথম খাবার কী হবে? তিনি বলেন, মাছের কলিজা। ইহুদি আবার জিজ্ঞেস করে, এরপরে তারা কী খাবে? তিনি বলেন, তাদের জন্য জান্নাতের একটি ষাঁড় জবাই করা হবে। ষাঁড়টি জান্নাতের চারপাশে চরে বেড়াত। ইহুদি আবার জিজ্ঞেস করে, তারা কোত্থেকে পানি পান করবে? তিনি বলেন, সালসাবিল নামক ঝরনা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৫২০; *সহিহ মুসলিম* : ২৭৯২

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৯৩৮

থেকে। উত্তর শুনে সে নিজেই বলে ওঠে, আপনি সত্য বলেছেন।'[১]

জান্নাতিদের খাবার-পানীয় হবে নির্মল

কারো মনে হতে পারে, দুনিয়ার মতো জান্নাতের খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করলেও থুতু, কফ, শ্লেষ্মা ও প্রস্রাব-পায়খানার উদ্রেক হবে। কিন্তু বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। কারণ, জান্নাত এ ধরনের কদর্যতা থেকে মুক্ত। যারা সেখানে থাকবে, তারাও হবে মানবীয় দুর্বলতা থেকে পবিত্র। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মতো আলোকোজ্জ্বল। সেখানে তাদের থুতু বা কফ ফেলার প্রয়োজন পড়বে না; এমনকি প্রস্রাব-পায়খানারও প্রয়োজন দেখা দেবে না।'[২]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা জান্নাতে যাবে, তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। এরপর যারা প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা হবে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারকার মতো। এরপরে যারা প্রবেশ করবে, তাদের বিভিন্ন স্তর থাকবে। তবে সেখানে তাদের কারোই থুতু ও প্রস্রাব-পায়খানার উদ্রেক হবে না।'[৩]

হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় বলা হচ্ছে, জান্নাতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উজ্জ্বলতার ক্ষেত্র-বিশেষ তারতম্য থাকলেও কদর্যতা থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য থাকবে না। কারোরই প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না। থুতু, কফ বা শ্লেষ্মারও উদ্রেক হবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, খাবারের অবাঞ্ছিত অংশ তাহলে কী হবে? আল্লাহর রাসুলকেও সাহাবিদের পক্ষ থেকে ঠিক একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কিছু অংশ মেশকের মতো সুগন্ধ ঘাম হয়ে তাদের দেহ থেকে ঝরে পড়বে; আর কিছু অংশ ঢেঁকুরের সাথে সুগন্ধ বায়ু হয়ে বের হবে।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ৩১৫

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩২৪৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৮৩৪

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৩৪

জাহান্নামের বিবরণ

অবস্থান

জাহান্নামের অবস্থান নিয়ে বিজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, এর অবস্থান ভূমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরে; আবার কারো মতে, নভোমণ্ডলের ওপরে। তবে অনেকেই এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করেছেন। কোনো ধরনের মন্তব্য বা অভিমত ব্যক্ত করেননি। আমাদের দৃষ্টিতে এ অবস্থানটি সবচেয়ে সঠিক ও নিরাপদ। কেননা জাহান্নামের অবস্থান নির্দেশ করে সুস্পষ্ট কোনো বিধান বা ভাষ্য অবতীর্ণ হয়নি।

যারা মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তাদের শীর্ষে রয়েছেন হাফিয সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, 'জাহান্নামের অবস্থান সম্পর্কে কোনো ধরনের মন্তব্য না করাই ভালো। কারণ এর অবস্থান আল্লাহই ভালো জানেন। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদিস আমার জানা নেই।'[১]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআন-হাদিসে জান্নাত-জাহান্নামের অবস্থান নির্দেশ করে বিশেষ কোনো বার্তা দেওয়া হয়নি। মহান আল্লাহ যেখানে ভালো মনে করেছেন, সেখানেই জান্নাত-জাহান্নাম সাজিয়ে

---

[১] *ইয়াকযাতু উলিল ইতিবার*, সিদ্দিক হাসান খান, পৃষ্ঠা : ৪৭

রেখেছেন। তার সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতের সীমা-পরিসীমা সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই।'[১]

দেহলবি রাহিমাহুল্লাহর উপরিউক্ত অভিমত উল্লেখ করে *ইয়াকযাতু উলিল ইতিবার* গ্রন্থের লেখক সিদ্দিক হাসান খান বলেন, 'এ মতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ, নিরাপদ ও প্রণিধানযোগ্য।'[২]

ওপরের আলোচনার মাধ্যমে এতটুকু সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জাহান্নামের অবস্থান কোথায় এটা জানা আমাদের জন্য ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে জানা ও জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাওয়া।

জাহান্নামের বিস্তৃতি ও গভীরতা

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমরা জানতে পারি, মানবজাতির অধিকাংশই জাহান্নামি হবে। জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে তাদের আকৃতি হবে বিশাল, যাতে জাহান্নামিদের যন্ত্রণার তীব্রতা বহুগুণে বেড়ে যায়। এতকিছুর পরেও জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। সে আরো চাইতে থাকবে। সুতরাং, এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায়, জাহান্নামের ব্যাপ্তি সুদূর-বিস্তৃত। গভীরতা অতলান্তিক। সীমানা বহুদূর প্রসারিত।

কারণগুলো এখানে তুলে ধরছি—

[এক] অসংখ্য জিন-ইনসান জাহান্নামে প্রবেশ করবে। উপরন্তু তাদের প্রত্যেককে সুবিশাল আকৃতি দেওয়া হবে। একেকটি দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান হবে তিন দিনের দূরত্ব। এই বিপুলসংখ্যক বিশালদেহী কাফির ও পাপিষ্ঠদের জাহান্নাম অবলীলায় গ্রাস করে ফেলবে। এরপরও জাহান্নামের মধ্যে বিস্তর জায়গা খালি পড়ে থাকবে। সে অন্যদের গ্রাস করার জন্য হাহাকার করতে থাকবে। সুরা ক-ফ-এ মহান আল্লাহ এই ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন—

---

[১] *ইয়াকযাতু উলিল ইতিবার*, সিদ্দিক হাসান খান, পৃষ্ঠা : ৪৭

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৭

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾

সেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে, আরো আছে কি?[১]

[দুই] আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'একবার জান্নাত-জাহান্নাম মহান আল্লাহর সামনে বিতণ্ডা করে। জান্নাতের সঙ্গে গর্ব করে জাহান্নাম বলে, আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ যারা আমার আশ্রয়ে এসেছে তারা সবাই অহংকারী ও প্রতাপশালী। তখন জান্নাত হতাশ হয়ে মহান আল্লাহর কাছে জানতে চায়, হে আল্লাহ, শুধু দুর্বল ও নিম্নশ্রেণির মানুষই কেন আমার আশ্রয়ে আসে? উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন, 'জান্নাত, তুমি আমার দয়া-বিশেষ। মানুষের মধ্য থেকে যাকে আমি চাই, তাকেই তোমার সংস্পর্শে আনি। আর হে জাহান্নাম, তুমি আমার শাস্তি-বিশেষ। মানুষের মধ্য থেকে যাকে আমি অপছন্দ করি, তাকে তোমার সংস্পর্শে এনে শাস্তি বিধান করি।'

জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই পূর্ণ হয়ে যাবে। জাহান্নাম পূর্ণ হবে মহান রবের পদস্পর্শে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মহান আল্লাহ জাহান্নামের ওপরে পা রাখার আগপর্যন্ত জাহান্নাম পূর্ণ হবে না। পা রাখার পর সে বলবে, ব্যস, ব্যস। আর লাগবে না। তখন তার একাংশ আরেকাংশকে গ্রাস করে নেবে। বস্তুত মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের কারো ওপর কোনো প্রকার অবিচার করেন না। আর জান্নাতের জন্য তিনি নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করবেন।'[২]

[তিন] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখনই কাউকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো কেউ আছে কি? তার এই অব্যাহত চাহিদার কারণে একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তার ওপরে পা রাখবেন। তখন জাহান্নামের পরিধি সংকুচিত হয়ে একাংশ আরেকাংশের ভেতর ঢুকে যাবে এবং বলবে, ব্যস,

---

[১] সুরা ক-ফ, আয়াত : ৩০

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪৮৫০; *সহিহ মুসলিম* : ২৮৪৬

ব্যস, আপনার মর্যাদার শপথ! আমি পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হয়েছি।'[১]

[চার] আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অবস্থান করছিলাম। এ সময় তিনি কোনো কিছুর পতন-ধ্বনি শুনে চমকে ওঠেন। এরপর আমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জানো, এটা কীসের শব্দ? আমরা উত্তরে বলি, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই এ ব্যাপারে অধিক অবগত। তখন তিনি বলেন, এটি পাথর পড়ার শব্দ। মহান আল্লাহ ৭০ বছর আগে জাহান্নামের উপরিভাগে একটি পাথর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আজ সেই পাথরটি জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছাল। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আজ সেই পাথরটি জাহান্নামের তলদেশে পতিত হলো। তোমরা তারই শব্দ শুনতে পেলে!'[২]

ইমাম হাকিম আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এবং ইমাম তাবারানি মুআয ও আবু উমামা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নাম এতটাই গভীর যে, যদি এর মুখে সাতটি গর্ভবতী উটের সমান ওজনের একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং সেটা ৭০ বছর ধরে নিচে পড়তে থাকে, তবু তলদেশে পৌঁছাতে পারবে না।'[৩]

[পাঁচ] কিয়ামতের দিন জাহান্নাম উপস্থিত করার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন—

وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ

আর সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে।[৪]

এরপর বলেন—'সেদিন ৭০ হাজার রশিতে বেঁধে জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। প্রতিটি রশির সঙ্গে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবেন।'[৫]

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৪৮৪৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৮৪৮

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৪৪

[৩] *সহিহুল জামি* : ৫১২৪; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[৪] সুরা ফজর, আয়াত : ২৩

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ২৮৪২

প্রচণ্ড শক্তিধর বিপুলসংখ্যক ফেরেশতার মাধ্যমে জাহান্নামকে উপস্থিত করার ঘোষণা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, জাহান্নামের আয়তন, পরিধি ও গভীরতা আমাদের কল্পনাতীত।

[ছয়] আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে নিষ্প্রভ করা হবে।'[১]

অপর এক বর্ণনায় জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে নিষ্প্রভ করে জাহান্নামে রাখা হবে।'[২]

আমরা জানি, চন্দ্রসূর্য পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণ বড়। এই বিশাল চন্দ্রসূর্য যদি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে ঠাঁই পায়, তবে খুব সহজেই জাহান্নামের বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

জাহান্নামের স্তর

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরে রাখা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শাস্তির ব্যবস্থা। অপরাধীদের তাদের অপরাধ অনুপাতে সেসব স্তরে রেখে শাস্তি দেওয়া হবে। সবাইকে এক স্তরে রেখে একমাত্রার শাস্তি দেওয়া হবে না। মহান আল্লাহ জাহান্নামের এই স্তরবিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন—

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ...﴿١٤٥﴾

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।[৩]

উপরিউক্ত আয়াতে জাহান্নামের স্তর বোঝাতে গিয়ে মহান আল্লাহ 'আদ-দারক' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর 'আদ-দারক' শব্দ বলে সাধারণত নিম্নস্তর বা নিম্নমুখী অবস্থানকে বোঝানো হয়; যেমনিভাবে 'আদ-দারজ' বলে উচ্চস্তর বা

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩২০০

[২] *মুসনাদুল বাযযার* : ৮৬৯৬; *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[৩]সুরা নিসা, আয়াত : ১৪৫